কালের কণ্ঠ

তারিখ ..18 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

ঢাবির সেন্টার অন বাজেট অ্যান্ড পলিসি

দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষা খাতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে দাবি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন বাজেট অ্যান্ড পলিসি নামের একটি সংগঠন। সংগঠনটি শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট ৩১ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা জিডিপির মাত্র ১.৮৪ শতাংশ। শিক্ষা খাতের এই বরাদ্দে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। আর শিক্ষায় এ বরাদ্দ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। এ খাতে জিডিপির ন্যূনতম ৬ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল বুধবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ দাবি জানানো হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের পরিচালক ও ঢাবির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তার জিডিপির ২.২ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে এর পরিমাণ ছিল ৩.২ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৬.৩ শতাংশ এবং মালদ্বীপে ৮ শতাংশ। মালয়েশিয়ায় একই অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল জিডিপির ৬.২ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ধারণ হয় তার গবেষণা কার্যক্রমের পরিসর থেকে। তাই গবেষণা খাতে অপরিকল্পিত থোক বরাদ্দ নয়, প্রয়োজন চাহিদাভিত্তিক যথাযথ বিনিয়োগ।

ঢাবির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষা খাতে বাজেটে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা রূপকল্প ২০২১-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকদের বেতনের ৪০ শতাংশ গবেষণা খাতে বরাদ্দ থাকা উচিত। নইলে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা সম্ভব হবে না।